যায়যায়দিন | ৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ শুক্রবার
shahitto@jjdbd.com

বাজার অস্থিতিশীল করার মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনুন

ইয়াসমীন আরা লেখা

দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণে এফবিসিসিআই রাজধানীর বাজারগুলো নিয়মিত মনিটরিংয়ের ঘোষণা দিয়েছে। এখন রোজার মাস উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের এ সংগঠনটি নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছে। এর ধারাবাহিকতায় তারা সারা বছর বাজার মনিটরিং করে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এ মনিটরিং যদি প্রকৃত অর্থে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে তাহলে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে আমি যথেষ্ট খুশি হবো। কিন্তু আসলে এ মনিটরিং কতটা ফললাভ করবে সেটা আমার মতো রাজধানীতে বসবাসরত কোটি মানুষের মনে এখনো প্রশ্ন হয়ে রয়েছে।

বহু দিন ধরে সরকার ও এফবিসিসিআইর বাজার মনিটরিংয়ের কথা আমরা শুনছি। কখনো আলাদাভাবে কখনো যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করে এ দুটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তার ফল জনগণ সেভাবে পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। দেশের বিশিষ্টজনেরা ঢাকঢোল পিটিয়ে টিভি ক্যামেরা ও সাংবাদিক নিয়ে বাজারে এলে খুচরা বিক্রেতারা তাদের সামনে জিনিসপত্রের দাম চায় নায্যমূল্যে। কিন্তু যেই তারা বাজার ছাড়লেন তখন আবার সেই দাম হয়ে যায় বিক্রেতাদের মতো। জনগণকে বাধ্য হয়ে বিক্রেতাদের জোটবদ্ধ ওই অপকর্মের কাছে হার মানতে হয়। ফলে মনিটরিং কার্যত কোনো কাজে আসে না। আমার মনে হয় এভাবে খুচরা বাজার মনিটরিং না করে যারা আড়তদার এবং যারা পাইকারি ও মূল ব্যবসায়ী তাদের আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা গেলে ফললাভ হতে পারে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে এর জন্য খুচরা বিক্রেতাদের চেয়ে পাইকারি বিক্রেতারা বা পণ্য উৎপাদনকারীরা অনেক বেশি দায়ী। কিন্তু আমরা কি এ ধরনের শীর্ষ ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে পারছি? এফবিসিসিআইর যে কর্তাব্যক্তিরা নিয়মিত বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা ঘোষণা দেন তারা তো জানেন শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারা কারা বাজার নিয়ে তেলেসমাতি করেন। সরকারের নীতিনির্ধারকরাও বিষয়টি জানেন বলে মনে হয় অর্থমন্ত্রীর কথা শুনে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণহীন হলে এদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পক্ষান্তরে অনেক কম অপরাধী হওয়ার পরও খুচরা ব্যবসায়ীদের পদে পদে ঝামেলা পোহাতে হয়। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাজার অস্থিতিশীল করার মূল হোতাদের আগে আইনের আওতায় আনতে হবে বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। উপর মহলে থাকা শীর্ষ ব্যবসায়ীদের বা পাইকারদের যদি জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় তাহলে খুচরা বিক্রেতারা বা ছোটো ব্যবসায়ীরা যে কোনো অপকর্ম করতে শতবার ভাববে।

এবার আসা যাক টিসিবি প্রসঙ্গে। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য বা বাজারে সঙ্কট সৃষ্টিকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় এবং ওই প্রতিষ্ঠান, সরকার ও ব্যবসায়ীদের একটি অংশের ব্যক্তিগত লোভের কাছে বলি হয়ে কোমরভাঙা হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে বিগত সরকারগুলোকে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার বারবার টিসিবিকে কার্যকর করার কথা বললেও কোন অদৃশ্য কারণে তা হচ্ছে না সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, টিসিবি কার্যকর হলে দেশের মানুষ অন্তত কিছু ভোগান্তি থেকে রক্ষা পেতো। কিন্তু কী কারণে সরকার এক্ষেত্রে এক পা আগায় তো দশ পা পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে সরকারের যদি ভিন্ন কোনো চিন্তা থাকে তাহলে তা জনগণের সামনে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সরকার যেহেতু জনগণের ভালোমন্দের দায়িত্ব নিয়েছে তখন সব বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট ঘোষণা থাকা উচিত, তাহলে জনগণ অন্তত শত সমস্যার মধ্যেও আশার আলো খুঁজে পাবে।

দেশের জনগণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে পণ্য চাহিদা তা হলো চাল, ডাল, চিনি, লবণ, তেল, পেঁয়াজ, রসুনসহ প্রতিদিনের রান্নায় ব্যবহৃত কয়েকটি পণ্য। সারাদেশের মানুষের এক্ষেত্রে বছরব্যাপী বা মাসব্যাপী কত চাহিদা তা নির্ধারণ করা সরকারের পক্ষে কোনো বিষয় নয়। এটা নির্ধারণ করে আমদানির পরে নায্যমূল্যে বাজারে ছাড়া হলে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা ধাক্কা খাবে।

দেশের একশ্রেণীর লোভী ব্যবসায়ীকে শিক্ষা দিতে হলে টিসিবির আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যে পণ্য নিয়ে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলে দেয় সে পণ্যগুলো সরকার চাইলে আগে থেকে স্টক করে জনগণকে স্বস্তি দিতে পারে। ঢাকা শহরে বসবাসকারী অনেকের মুখে এখনো শোনা যায় রাজধানীতে থাকা নায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গে। এ দোকান থেকে পণ্য কিনে ক্রেতারা অত্যন্ত খুশি হতেন। বিশেষ করে রাজধানীতে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ওইসব নায্যমূল্যের দোকান যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ছিল। বর্তমান সরকারও ওই ধরনের নায্যমূল্যের দোকানের কথা আবার ভাবতে পারে। এছাড়া যখন টিসিবি সক্রিয় ছিল সে সময় রাজধানীতে বসবাসরত সবাই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা মেটাতে পারতেন।

দেশের জনগণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে পণ্য চাহিদা তা হলো চাল, ডাল, চিনি, লবণ, তেল, পেঁয়াজ, রসুনসহ প্রতিদিনের রান্নায় ব্যবহৃত কয়েকটি পণ্য। সারাদেশের মানুষের এক্ষেত্রে বছরব্যাপী বা মাসব্যাপী কত চাহিদা তা নির্ধারণ করা সরকারের পক্ষে কোনো বিষয় নয়। এটা নির্ধারণ করে আমদানির পরে নায্যমূল্যে বাজারে ছাড়া হলে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা ধাক্কা খাবে। তখন তাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অতি মুনাফার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। ফলে জনগণ ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাবে। আমার মনে হয় এ সহজ বিষয়টি যে কোনো মানুষ মাত্রই বুঝতে পারবেন। তবে আমাদের সরকারে থাকা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিষয়টি আমলে নিচ্ছেন না কেন সেটা বুঝতে পারছি না।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে এফবিসিসিআই বছরব্যাপী বাজার মনিটরিংয়ের কথা ঘোষণা করেই শুধু তাদের দায়িত্ব শেষ করবে না আশা করি। এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটে থাকা মূল অপরাধীদের তারা চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে এ প্রত্যাশা দেশবাসীর। যদি সে অপরাধী তাদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকে তারপরও তার শাস্তি চায় জনগণ। অন্যদিকে টিসিবিকে আবার তার আগের রূপ এবং অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সরকার, সেটা চায় জনগণ। অসাধু ব্যবসায়ী এবং তাদের সহযোগীদের শিক্ষা দিয়ে জনগণ ব্যাপক সমর্থন আদায়ে টিসিবি সরকারের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে খুব সহজেই। বিষয়টি সরকার উপলব্ধি করতে পারছে ঠিকই, কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তা খুঁজে বের করে এখনই ব্যবস্থা নেয়া উচিত হবে সরকারের জন্য।

ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।